দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 JUN 1998 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... 2 .....

২০ জন শিক্ষকের পদ শূন্য

রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ছাত্রদের লেখাপড়া ও রোগীদের চিকিৎসা ব্যাহত

রাজশাহী অফিস ॥ ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে বহু শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন শূন্য থাকায় ছাত্র-ছাত্রীদের যেমন লেখা-পড়ার ক্ষতি হইতেছে তেমনি কলেজের হাসপাতালে সুষ্ঠু চিকিৎসা হইতেছে না। এ ব্যাপারে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখিয়াও কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না। বরং শিক্ষক বদলী লইয়া অদ্ভুত রকমের ঘটনা ঘটিতেছে। মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন বিভাগের প্রধান হিসাবে একজন প্রফেসরকে ঢাকা হইতে এখানে বদলী করা হয়। তিনি মাত্র এক সপ্তাহ রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে থাকিয়া অদৃশ্য খুঁটির জোরে আবার ঢাকা বদলী হইয়া গিয়াছেন। বর্তমানে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে মেডিসিন বিভাগে কোন প্রফেসর নাই।

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে সর্বমোট বিভাগ রহিয়াছে ১২টি। মেডিসিন বিভাগ বাদ দিয়া আরও সাতটি বিভাগে প্রধান বা প্রফেসর নাই। এগুলি হইল বায়োকেমিষ্ট্রি, মাইক্রোবায়োলজি, ইএনটি, মিডওয়াইফারী, ডারমাটোলজি, এনাটমি ও সার্জারী বিভাগ। এইসব বিভাগের দায়িত্বে রহিয়াছেন যেকোন সহযোগী প্রফেসর নতুবা সহকারী প্রফেসর। বিভাগীয় প্রধান ছাড়া আরও

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে

(৩য় পৃঃ পর)

যেসব শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে সেগুলি হইল বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগে একজন সহযোগী প্রফেসর, প্যাথলজী বিভাগে দুইজন সহকারী প্রফেসর, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে একজন সহকারী প্রফেসর, মেডিসিন বিভাগে আরও একজন প্রফেসর, শিশু বিভাগে একজন সহযোগী প্রফেসর, একজন সহকারী প্রফেসর ও একজন আবাসিক চিকিৎসক, ইএনটি বিভাগে একজন সহযোগী প্রফেসর, অর্থপেডিক সার্জারী বিভাগে একজন সহযোগী প্রফেসর ও ফিজিওলজী বিভাগে একজন সহকারী প্রফেসর। ইহাছাড়া এই মেডিক্যাল কলেজে দীর্ঘদিন ধরিয়া উপাধ্যক্ষের পদও শূন্য রহিয়াছে।

রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তম হাসপাতাল। এই হাসপাতালের অনুমোদিত সীট সংখ্যা হইল ৫৩০। কিন্তু রোগী থাকে দ্বিগুণেরও বেশী। অনেক আবেদন-নিবেদন করিয়া রোগীর পথ্যের জন্য অর্থ বাড়ানো হইলেও নার্স, ওয়ার্ড বয়, সুইপার এমনকি ঔষধ পর্যন্ত বরাদ্দ আছে ৫৩০ জন রোগীর। তাই সকলের উপর কি রকম চাপ পড়িতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। এই অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে এতগুলি ডাক্তারের পদ শূন্য থাকায় কলেজের হাসপাতালে রোগীদের সুচিকিৎসা হইতেছে না। প্রতিনিয়ত হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড হইতে নানা অভিযোগ পাওয়া যায়। অভিযোগ পাওয়া যায় কম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডাক্তারেরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়াও অনেক রোগীর রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে পারেন না।

স্থানীয় জনসাধারণ অবিলম্বে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষকদের পদ পূরণ করিয়া মেডিক্যাল কলেজের লেখাপড়ার সুব্যবস্থা ও মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুচিকিৎসার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।